একক - 12 ❑ মাদকাসক্তি ঃ অর্থ, কারণ, চিকিৎসা, পুনর্বাসন ইত্যাদি

গঠন

12.1. প্রারম্ভিক কথা

12.2. মাদক শব্দের অর্থ

12.3. মাদকের ধরন

12.4. মাদকাশক্তির লক্ষণ

12.5. মাদকাশক্তির কারণ

12.6. কুখ্যাত অঞ্চল

12.7. ব্যবহারকারী

12.8. মাদকাশক্তির প্রভাব

12.9. চিকিৎসা ব্যবস্থা

12.10. সম্পর্কিত আইন

12.11. পুনর্বাসন

12.12. সমস্যা দূরীকরণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/মানুষের ভূমিকা

12.13. পরিসমাপ্তি

12.14. প্রশ্নাবলি

12.15. গ্রন্থপঞ্জি

12.1. প্রারম্ভিক কথা

সবসময় সব সমাজ নানা সমস্যায় আক্রান্ত থাকে। সমস্যার ধরন, গভীরতা এবং ব্যাপ্তিতে পরিবর্তন হয়ে চলে নিয়মিত ব্যবধানে। কোনো কোনো সমস্যা আসে যায়, তেমন করে সমাজকে নাড়া দেয় না। আবার কোনো কোনো সমস্যা খুব জীর্ঘজীবী হয়। মাদকদ্রব্য ব্যবহারজনিত সমস্যা হল দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এক সমস্যা। ভারতবর্ষ সমেত বিভিন্ন দেশে এই সমস্যা সাধারণ মানুষ এবং প্রশাসনের কাছে মাথাব্যথার কারণ হয়ে রয়েছে। মাদকের প্রতি আসক্তি মানুষের এক আদিম প্রবণতা হিসেবে রয়ে গেছে। কোনো কোনো জনগোষ্ঠীর মধ্যে সুপ্রাচীনকাল থেকেই তার ব্যবহার প্রচলিত রয়েছে। কখনো তা ধর্মীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে, আবার কখনো বা নিতান্ত আনন্দের উপাদান হিসেবে। তন্ত্রসাধনার অনুষঙ্গ হিসেবেও ভারতবর্ষে মাদকদ্রব্য ব্যবহারের প্রথা চলে আসছে সুদীর্ঘকাল ধরে। হেরোইন, মর্ফিন, ব্রাউন সুগার ইত্যাদির প্রচলন হওয়ার বহু আগে থেকেই মানুষ পপির নির্যাস ব্যবহার করত। কোকা পাতা চিবিয়ে খাওয়ার অভ্যাসও ছিল। ফণীমনসার নির্যাস, শুকনো ক্যাকটাসও ব্যবহৃত হত। গাঁজা এবং আফিমের ব্যবহার তো ছিলই। সুতরাং বলা যায়, এটি সাম্প্রতিক

কোনো সমস্যা নয়। প্রস্তর যুগ থেকে শুরু করে সবদিন এই সমস্যা রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে এই সমস্যা বিশেষ উদ্‌বেগের এই কারণে যে, এখন সমস্যাটি আর মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই এবং বর্তমানে অত্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন মাদকদ্রব্যের ব্যবহার সীমাহীনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

12.2. মাদক শব্দের অর্থ

মাদক হল সেই বস্তু যা ব্যবহার করলে মানুষ শারীরিক ও মানসিকভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, মস্তিষ্কের ক্রিয়াশীলতা হ্রাস পায়, একটা ঘোর-ঘোর অবস্থার মধ্যে থাকে এবং ওই নির্দিষ্ট বস্তুটির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ওই নির্ভরতা এতটাই যেন নির্দিষ্ট মাদকটি ছাড়া শারীরিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হবার উপক্রম হয়। মাদক এক রাসায়নিক দ্রব্য যা মূলত বিভিন্ন গাছের শিকড় থেকে শুরু করে ফল-ফুল-পাতা, নানা অংশের নির্যাস দিয়ে তৈরি হয়। এই সব দ্রব্য যখন চিকিৎসাগত কারণ ছাড়াই ঘনঘন ব্যবহার করা হয়, তখন তাকে বলা হয় মাদকাসক্তি।

12.3. মাদকের ধরন বা প্রকার

বিশ্বজুড়ে নানা ধরনের মাদক ব্যবহৃত হয়। কিছু কিছু মাদকদ্রব্য মানুষ নিজেই তৈরি করে ব্যবহার করে, আবার অনেক মাদকবস্তু অর্থের বিনিময়ে বাজার থেকে সংগ্রহ করা হয়— সাধারণত গোপনে। মোটামুটিভাবে যে সব মাদকদ্রব্য বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় সেগুলি হল ঃ

আফিম	ভাং	এরিথ্রোক্সিনল কোকা	ক্যানাবিস
তামাক	মা-হুয়াং	হাশিশ	গুড়াকু
মারিজুয়ানা	মর্ফিন	হেরোইন	অ্যাঞ্জেল ডাস্ট
কোকেন	ব্রাউন সুগার	ভ্যালিয়াম	এল. এস. ডি.
গ্লু-স্নিফিং	লিব্রিয়াম	গাঁজা	হ্যাপি পাউডার
স্পিড বলস্	পেথিডিন	স্ম্যাক্	ম্যানড্রাক্স
ডোপ			

উপরিউক্ত মাদকদ্রব্যগুলিকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন— (১) বেদনা উপশমকারী (২) উত্তেজক মাদকদ্রব্য, (৩) অবসাদ সৃষ্টিকারী, (৪) স্নায়বিক উত্তেজনা প্রশমনকারী (৫) বিভ্রম সৃষ্টিকারী (৬) নাসিকায় গ্রহণযোগ্য।

নাক দিয়ে / মুখ দিয়ে / ইনজেকশনের মাধ্যমে।

আরো একটি বিষয় এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার। সব কয়টি মাদকদ্রব্যের কার্য্যকারিতা এক নয়। কোনোটি অত্যন্ত কড়া ধরনের, কোনোটি মাঝারি মানের কড়া, আবার কোনোটি বা তুলনায় হালকা। দামের দিক থেকেও যথেষ্ট তারতম্য রয়েছে বিভিন্ন মাদকদ্রব্যের মধ্যে। কোনো কোনো মাদকদ্রব্য ব্যবহারের মাত্রা কম আবার কোনো ধরনের মাদকের ব্যবহার অত্যন্ত বেশি। তবে কোনোটির ব্যবহারই স্থায়ীভাবে কম বা বেশি হয় না, চাহিদা ওঠানামা করে।

12.4. মাদকাসক্তির লক্ষণ

মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা যায় নানান লক্ষণ থেকে যার মধ্যে প্রধান হল ঃ

(ক) খেলাধুলা, পড়াশোনা, গৃহস্থালির কাজকর্ম ইত্যাদি দৈনন্দিন জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনীহার ভাব লক্ষ করা যায়। কোনো কিছুতেই উৎসাহবোধ করে না।

(খ) যৌন ইচ্ছা, ক্ষুধা এবং প্রতিবাদস্পৃহার মত স্বাভাবিক জৈবিক প্রবৃত্তিগুলি অবদমিত হতে থাকে।

(গ) কথাবার্তার মধ্যে অসংলগ্নতার ভাব প্রকট হতে থাকে।

(ঘ) হাঁটাচলা বা কাজ করার মধ্যে উদ্দেশ্যহীনতা প্রকাশ পায়।

(ঙ) চোখের মধ্যে সর্বদা একা নিদ্রালুভাব থাকে এবং চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল থাকে না। উৎফুল্ল ভাবটা থাকে না।

(চ) শরীরে ইনজেকশন নেবার দাগ থাকতে পারে বা পরিধেয় জামাকাপড়ে ছোটো আকারে রক্তের দাগ থাকতে পারে।

(ছ) বমিবমি ভাব এবং শরীরে যন্ত্রণাবোধ বা অস্বস্তি লক্ষ করা যায়।

(জ) একটানা বেশ কিছুক্ষণ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকা সম্ভব হয় না। ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে।

(ঝ) শরীরে অতিরিক্ত ঘাম হতে থাকে।

(ঞ) মানসিকতায় ঘনঘন পরিবর্তন হয়। ভাবনাচিন্তায় কোনো স্থিরতা থাকে না। মনোনিবেশজনিত সমস্যা হয়।

(ট) মন ক্রমশ আবেগবর্জিত হয়ে উঠে। সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলির মৃত্যু হয়।

(ঠ) স্মৃতিভ্রমের লক্ষণ দেখা যায়। মস্তিষ্কে শূন্যতা সৃষ্টি হয়। 'ধরা যাক স্মৃতিসুধায় জীবনের পত্রখানি' স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে/ভালো-মন্দ সবরকমের।

(ড) স্নানঘরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় ব্যয় করার প্রবণতা দেখা দেয়। (ক) একাকিত্ব (খ) সময় বেশি লাগে যে-কোন কাজে।

(ঢ) গৃহস্থের বিভিন্ন মূল্যবান জিনিস বা টাকাকড়ি হারিয়ে যেতে থাকে।

(ণ) নাড়ির গতি এবং রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। কারোরই সবসময় এক থাকে না। কমে-বাড়ে। এদের বেড়েই থাকে।

(ত) শরীরের বহিস্ত্বকে নানারকম উপসর্গ দেখা দেয়। শুকনো ভাব/মরা ভাব/আমাতের চিহ্ন।

(থ) শরীরে রক্তাল্পতার ভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

(দ) সবসময় মানসিক অবসাদ লক্ষ করা যায়। উৎফুল্লতা সাময়িক (Sports personalities) তারপর অবসাদ। মোযেদেরও inject করা হয়।

(ধ) যকৃৎ এবং পাকস্থলীজনিত সমস্যা দেখা দেয়। স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়।

(ন) পারিপার্শ্বিকতাকে ভুলে কল্পলোকে বিচরণের প্রবণতা বাড়ে। অবাস্তব ভাবনা।

12.5. মাদকাসক্তির কারণ

যে-কোনো একটি সমস্যা জন্ম নেয় এক বা একাধিক নির্দিষ্ট কারণে। মাদকাসক্তির পিছনেও এক গুচ্ছ কারণ আছে যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কারণগুলি হল ঃ

(ক) **দারিদ্র্য ঃ** যে-কোনো অসামাজিক কাজের পিছনে দারিদ্র্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। আমাদের মতো দেশে এক বড়ো অংশের মানুষের মধ্যে দারিদ্র্য অত্যন্ত প্রকট। মহাত্মা গান্ধি এই দারিদ্র্যসীমাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, 'শাশ্বত বাধ্যতামূলক উপবাস'। ড. রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের মতে এই ধরনের পরিস্থিতি মানুষকে

অপরাধপ্রবণ করে তোলার অনুকূল। দারিদ্র্যের এক জ্বালা আছে, অসহায়তা আছে। সেই অসহায়তা এবং জ্বালা জুড়োতে মানুষ কখনো কখনো মাদকের আশ্রয় নেয়। এক মাদক মুক্তি ক্লিনিকে চিকিৎসার জন্য আসা ৭০৭ জন মাদকসক্তের উপর সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যাচ্ছে যে নিম্ন মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত এবং হতদরিদ্র মানুষের সম্মিলিত হার দাঁড়াচ্ছে ৩২.৪০। অর্থাৎ মোট মাদকসেবনকারীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ দারিদ্র্যপীড়িত পরিবারের সদস্য। ক্ষুধাদমন করতে, মানসিক যন্ত্রণা ভুলতে, বিচ্ছিন্নভাবে বসবাসকারী মানুষের নিরানন্দময়তা দূর করতে মাদকদ্রব্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (নেপালি দারোয়ান)

(খ) **বিশৃঙ্খল পরিবার ঃ** প্রতি ব্যক্তির ব্যাবহারিক দিকটি গঠিত হয় মূলত পারিবারিক পরিবেশের উপর ভিত্তি করে। আবার পারিবারিক পরিবেশটি তৈরি হয় পরিবারের সদস্যদের মূল্যবোধ এবং পারস্পরিক উপযুক্ত সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীর মতে শৃঙ্খলাহীন একটি পরিবারে কোনো ব্যক্তি উপযুক্ত মানসিকতা অর্জন করতে পারে না এবং উদ্‌বেগ ও আবিলতা পরিবার জীবনের অনুষঙ্গ হয়ে উঠে। পরিবারের মধ্যে বন্ধনহীনতা এবং বিশৃঙ্খলা মানুষকে যে সব প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত রাখে তা ব্যক্তিমনকে ধ্বংসাত্মক হতে প্রবৃত্ত করে। এভাবে নিজেকে ধ্বংস করার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার মাদকদ্রব্য গ্রহণ সমেত নানা অসামাজিক কাজের সঙ্গে তারা জড়িয়ে পড়ে। (অতৃপ্তির যন্ত্রণা ভুলতে)।

(গ) **ক্ষতিকারক বন্ধুবর্গ ঃ** মানুষ সাধারণভাবে বন্ধুবৎসল। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সময় কাটানো এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া মানুষের জীবনে একটি স্বতঃসিদ্ধ ঘটনা। কিন্তু সকলেই যে ভালো বন্ধুর সংস্পর্শে জীবন কাটাতে পারবেন তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। বস্তুতপক্ষে ক্ষতিকারক বন্ধুর সান্নিধ্য পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকে। ক্ষতিকারক বন্ধুর কুসংসর্গে একটি মানুষের পক্ষে বিপথে চালিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। অধিকাংশ অপরাধমূলক কাজই কোনো না কোনো গোষ্ঠীর দ্বারা সংঘটিত হতে দেখা যায়। মাদকদ্রব্য ব্যবহারকারীদের সঙ্গে আলোচনাও এই সত্যকে প্রকট করে যে তাদের মধ্যে একটি বড়ো সংখ্যাই বন্ধুদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই পথে এসেছে। একটি সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যাচ্ছে ৩৮.২১ ভাগ মাদকাসক্ত এর প্রভাবে পড়েছে বন্ধুদের কুসংসর্গের জন্য। (সিগারেট-এর অভ্যাসও এভাবে আসে)

(ঘ) **মানসিক চাপ ঃ** মাদকাসক্ত হওয়ার এটিও অন্যতম প্রধান কারণ। কখনো কখনো মানুষ খুব মানসিক চাপের মধ্যে পড়ে। ব্যাবসা ভালো না চলা বা ক্ষতি হওয়া, চাকুরিতে উন্নতি না হওয়া, ক্রমাগত প্রতিযোগিতার মধ্যে থাকতে বাধ্য হওয়া, স্ত্রী বা স্বামীকে সন্দেহের চোখে দেখা, সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা, ভালোবাসায় প্রত্যাখ্যাত হওয়া, কারও কাছে ক্রমাগত অপমানজনক ব্যবহার পাওয়া, ঘনিষ্ঠ কারো দুরারোগ্য ব্যধি, ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হওয়া, অত্যন্ত আপনজনের অকালমৃত্যু, অভিভাবকের সীমাহীন প্রত্যাশার সঙ্গে তাল রাখতে পা পারা, পছন্দ নয় এমন কাজ করতে বাধ্য হওয়া, অন্যায়ভাবে অর্থ উপার্জন করা, কর ফাঁকি দেওয়া, ইত্যাদি বহুবিধ কারণে মানুষ মানসিক চাপের শিকার হয়। চাপ অসহনীয় হয়ে উঠলে অনেকে মাদকদ্রব্যের আশ্রয় নেয়।

(ঙ) **মজা করতে গিয়ে ঃ** স্রেফ মজা করার জন্য মানুষ জীবনে কিছু কিছু কাজ করে থাকে। বিশেষত কৈশোর এবং যুবাকালে এই মজা করার প্রবণতা থাকে বেশি। 'আমি বড়ো হচ্ছি'— এই ভাবনাটা অনেক কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীকে বল্‌গাছাড়া ব্যবহারে প্রবৃত্ত করে। কারণে-অকারণে মজা করতে যাওয়া তারই মধ্যে একটি। মজা করতে যাওয়া তার মধ্যে একটি। মজা করার নানান বিষয়ের মধ্যে মাদকদ্রব্য সেবন অন্যতম। দু'চারদিন মজা করে কোনো মাদকদ্রব্য খেতে গিয়ে নিজের অজান্তেই ধীরে ধীরে মাদকের শিকার হয়ে উঠে। (বাগমুণ্ডি কাণ্ড)

(চ) **সামাজিক অবস্থা ঃ** শহর ও গ্রাম সর্বত্র সামাজিক অবস্থার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। বিশেষত

গত দুই-তিন দশকে এই পরিবর্তন ঘটেছে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে। ভোগবাসনা এবং আত্মকেন্দ্রিকতা এখন বহুক্ষেত্রেই জীবনের অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে। সমষ্টিগত জীবনের ভাবনা দুর্বল হয়ে চলেছে। সন্তানের সঙ্গে মা-বাবার, শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীর, প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর সম্পর্কে দূরত্ব তৈরি হওয়া আটকানো যায়নি। বাণিজ্যিক বিনোদন, জীবনের মূল্যবোধে ধ্বংস নানা মাদকসক্তি সমেত নানা সামাজিক সমস্যা বৃদ্ধির কারণ হয়েছে। সন্তানদের অবহেলা অথবা তোষামুদি করা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত হাতখরচের অর্থ দেওয়া, মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা সবকিছু মিলিয়ে এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যা মাদকাসক্তি সমস্যাকে উদ্‌বেগজনক অবস্থায় পৌঁছে দিচ্ছে।

12.6. কুখ্যাত অঞ্চল

বিশ্বময় মাদক পাচারের যে ব্যাবসা চলছে সে ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে কয়েকটি দেশের কিছু চক্র। এই দেশগুলি হল ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান, লাউস, বর্মা, থাইল্যান্ড এগুলি চিহ্নিত হয়ে আছে এভাবে ঃ

গোল্ডেন ক্রিসেন্ট ঃ পাকিস্তান আফগানিস্তান, ইরান।

গোল্ডেন ট্রায়েঙ্গেল ঃ লার্ডস, বার্মা, থাইল্যাণ্ড।

গোল্ডেন ওয়েজ ঃ ভারত-নেপাল বর্ডার।

ট্রানজিট পয়েন্ট বা ট্রাফিক করিডর ঃ বাংলাদেশ।

12.7. ব্যবহারকারী

নারী পুরুষ, ধনী-নির্ধন, শহুরে-গ্রামীণ, তরুণ-বয়স্ক, শিক্ষিত-নিরক্ষর, সৎ-অপরাধপ্রবণ সব ধরনের মানুষই মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে থাকে। তবু বলা যায়, ব্যবহারকারীদের মধ্যে অধিকাংশই

— পুরুষ বা ছেলে।

— শহরে বসবাসকারী।

— বেকার বা কর্মহীন।

— অবিবাহিত।

বয়সের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ২০ থেকে ২৫ বৎসর এবং তারপর ২৫ থেকে ৩০ বৎসর। কারণ হতাশা, আবেগ, নতুন কিছুকে গ্রহণ করার মানসিকতা এই বয়সে প্রবল।

12.8. মানকাসক্তির প্রভাব

মাদকদ্রব্য ব্যবহারের প্রভাব পড়ে নানাভাবে এবং নানা ক্ষেত্রে। যেমন ঃ

(ক) এই বেআইনি ব্যাবসার জন্য দেশের অর্থনীতিতে ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বহু পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়।

(খ) দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও প্রশ্নচিহ্নের মধ্যে পড়তে পারে। অন্তত শক্তিশালী গোষ্ঠী।

(গ) অপরাধচক্র দানা বাধে যা দেশের সামাজিক পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলতে পারে। ক্রাইম বাড়ে।

(ঘ) সব ধরনের দুর্ঘটনার মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

(ঙ) পরিবার জীবনের সুস্থতা ও স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়।

(চ) মনুষ্যসম্পদের অপচয় ঘটে।

(ছ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বাস্থ্য ও সৃষ্টিশীলতা নষ্ট হয়।

(জ) সমস্ত রকম মানবিক গুণাবলি ধীরে ধীরে হ্রাস পায়।

(ঝ) সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(ঞ) মাদকদ্রব্য ব্যবহারকারী এবং তাদের পরিবারের সামাজিক সম্মান প্রতিপত্তি নষ্ট হয়।

এভাবে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, তার পরিবার এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের উপর বিভিন্ন ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে বা নানা ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলে।

Morbid Process
↓
Experimental use
↓
Frequent use
↓
Abuse
↓
Dependency
↓
Death

12.9. চিকিৎসা ব্যবস্থা

কোনো মাদকাসক্ত ব্যক্তির সঠিক চিকিৎসা করতে হলে তার দৈহিক পরীক্ষা, মানসিক পরীক্ষা, মাদকদ্রব্য ব্যবহারের ইতিহাস জানা, পারিবারিক পরিবেশ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। ওই সমস্ত পরীক্ষার ফল এবং তথ্যের ভিত্তিতে হাসপাতাল, নার্সিং হোম বা মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে বিশেষ ধরনের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়। প্রয়োজনে শারীরিক ও মানসিক উভয় ধরনের চিকিৎসা চলে একসঙ্গে। ডিটক্সিফিকেশন প্রক্রিয়া যথেষ্ট জটিল এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং মনোচিকিৎসকের চিকিৎসায় সুফল পেতে হলে চিকিৎসা চলাকালীন এবং তৎপরবর্তীকালে তাকে উপযুক্ত পর্যবেক্ষণে রাখতে হয়, প্রয়োজনীয় যত্ন নিতে হয় এবং মানসিকভাবে সে যাতে বিপর্যস্ত হয়ে না পড়ে সেজন্য সাহায্য করতে হয়। প্রয়োজনমত সাইকোথেরাপি এবং কাউন্সেলিং ও মাদকাসক্তের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান, তাই চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে বড়ো বড়ো সরকারি হাসপাতালে এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের বিশেষ চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। যদিও প্রয়োজনের তুলনায় এই ব্যবস্থা অপ্রতুল। এই জাতীয় চিকিৎসায় চিকিৎসক, মনোবিজ্ঞানী এবং কাউন্সেলর ছাড়া পরিবারের সদস্যদেরও এক বিশেষ ভূমিকা আছে। ধৈর্য ও সহানুভূতি নিয়ে আসক্ত সদস্যের পাশে দাঁড়ানো, মানসিক শক্তি জোগানো, উপযুক্ত পরিবেশ বজায় রাখার ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

- (i) Dotoxification
  (ii)Counselling ⟩ of Patient
- Counselling of family members.

12.10. সম্পর্কিত আইন

বহু দেশ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করেছে। ভারতেও এই আইন বলবৎ রয়েছে। লাইসেন্স ব্যাতিরেকে মাদকদ্রব্য চাষ, চোরাচালান, বিক্রি - এসব কাজে যুক্ত মানুষেরা এই আইন মোতাবেক শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। এটিকে জঘন্য অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করে কারাদণ্ডের বিধান আছে। মাদকদ্রব্য চাষ, রক্ষণাবেক্ষণ বা গুদামজাতকরণ, স্থানান্তর, বিক্রি, ইত্যাদির জন্য বাড়িঘর, গাড়ি, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ব্যবহার করতে দিলে সেই ব্যক্তি ও কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন। লাইসেন্সধারীরাও যদি কোনো শর্তাবলী ভঙ্গ করেন তবে তাঁদেরও দণ্ড হবে এবং লাইসেন্স স্থগিত অথবা বাতিল করা হবে। বেআইনিভাবে মাদকদ্রব্য পাওয়া গেলে তা বাজেয়াপ্ত করা যাবে, নির্দিষ্ট খবরের বা স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে যে-কোনো স্থানে তল্লাশি করা যেতে পারে।

এ সম্পর্কিত আইনকানুন সদ্য প্রণয়ন করা হয়েছে এমন নয়। ১৮৫৭ এবং ১৮৭৮ সালে ওপিয়াম অ্যাক্ট, ১৯০৯ সালে এক্সাইজ অ্যাক্ট, ১৯৩০ সালে ডেঞ্জারাস ড্রাগ অ্যাক্ট, ১৯৩২ সালে ওপিয়াম স্মোকিং অ্যাক্ট ইত্যাদি আইনগুলি চালু হয়েছিল। আরও পরে ১৯৪০ ড্রাগ্‌স্ অ্যান্ড কস্মেটিক্স অ্যাক্ট চালু হয়। চালু হয় (১৯৭১) নার্কোটিক ও সাইকোট্রাপিক অ্যাক্ট। নার্কোটিক কন্ট্রোল ব্যুরোও প্রতিষ্ঠিত হয়। গোয়েন্দা বিভাগে বিশেষ নার্কোটিক সেল খোলা হয়। এভাবে যুগের সঙ্গে তাল রেখে পুরানো আইনের পরিবর্ধন বা নতুন আইন প্রণয়নের ভিতর দিয়ে এই সমস্যা মোকাবিলার চেষ্টা চলেছে নিরন্তর। কিন্তু শুধু আইনী ব্যবস্থা থাকাই যথেষ্ট নয়। তাকে প্রকৃত কার্যকরী করতে গেলে পুলিশ, প্রশাসন, আইন বিভাগের সক্রিয়তা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন জনগনের সদিচ্ছা ও সহযোগিতা।

বর্তমানে নিম্নকক্ষে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ১ লক্ষ টাকা ফাইন থেকে শুরু করে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ফাইন। প্রতিজ্ঞাপত্রও নেওয়া হয়।

12.11. পুনর্বাসন

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রে মাদকদ্রব্য ব্যবহারকারীদের চিকিৎসা হয়ে থাকে। সেগুলি ছাড়া বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেও এই ভূমিকা পালন করে। যেমন কলকাতা বা তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় কৃপা, ডেভার মেডিক্যাল সেন্টার, ইনস্টিটিউট অফ সাইকোলজিক্যাল এডুকেশনাল রিসার্চ, বিবেক বিধান হোম, বাউলমন, নিউলাইফ, আশ্রয়, ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেলথ ইত্যাদি এই পরিসেবাদানে যুক্ত। শুধু চিকিৎসা নয়, এক্ষেত্রে পুনর্বাসনও একটি প্রয়োজনীয় দিক। উপরিউক্ত সংস্থাগুলি এ ক্ষেত্রেও সাধ্যমত উদ্যোগ নেয়। 'কৃপা'-র ভারপ্রাপ্ত অনেক কর্মী একসময় মাদকাসক্ত ছিলেন।

কিন্তু বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, পুনর্বাসনের দায়িত্ব সরকার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং চিকিৎসা কেন্দ্রগুলির পক্ষে নেওয়া সেভাবে সম্ভব নয়। সামান্য কিছু মানুষকে হয়তো তারা পুনর্বাসনের সুযোগ করে দিতে পারে। বাকি বৃহৎসংখ্যক মাদকদ্রব্য ব্যবহারকারী মানুষের পুনর্বাসনের দায়িত্ব নিতে হবে পরিবারকেই। কৃষি, মৎসচাষ, কুটিরশিল্প, ব্যাবসা, কোনো প্রশিক্ষণের ভিত্তিতে স্বনিয়োজন - যেখাবেই হোক, পুনর্বাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে বা হচ্ছে মূলত সংশ্লিষ্ট পরিবারকেই। এটি অত্যন্ত জটিল কাজ। বহু পরিবারের পক্ষে পুনর্বাসন দেওয়া

সম্ভব হয় না সাধ্যের অভাবে। এ অবস্থা স্বভাবতই সমস্যা ডেকে আনে। পুনর্বাসনের অভাবে যে মানসিক চাপের সৃষ্টি হয় তার ফলে অনেকে আবার মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। ফলে সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তোলার সব প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়।

দ্বিতীয়ত, শুধু অর্থনৈতিক নয়, সামাজিক ও মানসিক পুনর্বাসনও সমগুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রেও পরিবারের ভূমিকাই প্রধান। তবু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং বেসরকারি সংগঠনও এ ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে। বস্তুতপক্ষে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমাজের প্রয়োজন মাথায় রেখে প্রয়োজনীয় পরিসেবাদানে উদ্যোগী হতে হবে এবং সে বিষয়ে নিজেদের উপযোগী করে তুলতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রতিবেশীদেরও দায়িত্ব নিহিত রয়েছে।

কারবাসের মেয়াদ শেষ হলে চিকিৎসা, শিক্ষা, পুনর্বাসন ইত্যাদির দায়িত্বও সরকার গ্রহণ করে।

12.12. সমস্যা দূরীকরণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/মানুষের ভূমিকা

ড্রাগে আসক্তি এমন একটি কালব্যাধি যার প্রতিরোধ ও প্রতিকার না করা হলে সমাজে বিপন্নতা বাড়বে উদ্‌বেগজনকভাবে। এ কাজ নির্দিষ্ট কিছু মানুষ বা সংস্থার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ সারা বিশ্ব জুড়ে এর নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা করে চলেছে এই অসামাজিক বাণিজ্যধারা। স্বভাবতই এর মোকাবিলা করার জন্যও চাই উপযুক্ত প্রস্তুতি ও পদক্ষেপ। এ ক্ষেত্রে তাই দায়িত্ব বর্তায় অনেকের উপর। আমরা ক্রমান্বয়ে তা আলোচনা করব।

(ক) **অভিভাবক/পরিবারের দায়িত্ব ঃ** পরিবারেই মানুষের জীবনে প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান। তার সামাজিকীকরণ এবং নিরাপত্তার দায়িত্ব পরিবারের উপরই নিহিত। স্বভাবতই একজন ব্যক্তির উপর পরিবারের প্রভাবই সবচেয়ে বেশি। তরুণ বয়সে ছেলেমেয়েরা অনেক কিছু জানতে চায়, প্রকাশ করতে চায়। এই অনুসন্ধিৎসা মেটানো, প্রকাশে উৎসাহ জোগানো, তাকে বোঝার চেষ্টা করা পরিবারের কর্তব্য। নিজের ওজন বজায় রেখেও তাদের সঙ্গে খোলামেলাভাবে কথাবার্তা বলা অত্যন্ত জরুরি। নিজের সন্তানের কাজকর্মে আগ্রহ রাখা, উৎসাহ ও পরামর্শ দেওয়া, অভিভাবকের কর্তব্য। তাদের বন্ধুবান্ধবদের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় খবর রাখাও জরুরি। এই বয়সে সে জাতীয় সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা তার প্রকৃতি ও গুরুত্ব বোঝা এবং তার সমাধানে প্রয়োজনীয় সাহায্যদান কাম্য। নিজেদের জীবনদর্শন ও জীবনযাত্রা এমন হওয়া উচিত যা সন্তানকে সঠিক চরিত্রগঠনে সাহায্য করবে। সব রকম নেশা থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করতে হবে। পুত্র-কন্যার মানসিক চাহিদা মেটানোর ব্যাপারে আগ্রহী থাকতে হবে। তোষামোদ বা অবজ্ঞা-অত্যাচার নয়, তাদের সঙ্গে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে মিশতে হবে। পরিবারিক পরিবেশ এরকম হলে মাদকাসক্তি সমেত বিভিন্ন সমস্যার কবল থেকে তাদের মুক্ত রাখা সম্ভব।

(খ) **শিক্ষকের ভূমিকা ঃ** মাদকদ্রব্যে আসক্ত হয়ে পড়ার কারণগুলি বিবেচনা করলে সমস্যারোধে শিক্ষকের ভূমিকাও যে গুরুত্বপূর্ণ, সে ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে উঠে। একজন শিক্ষক প্রয়োজনীয় দূরত্ব বজায় রেখেও ছাত্রদের সঙ্গে সহজ ব্যবহার করতে পারেন। এভাবে ব্যবহার বা মেলামেশা করলে শিক্ষক তাঁর ছাত্রছাত্রীর ব্যক্তিত্বের ধরন, শক্তি, দুর্বলতা, সমস্যা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অধিকারী হতে পারেন। সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সাহায্য, পরামর্শদান, অভিভাবকদের অবহিতকরণ করা যায়। ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ ও ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করলে, জীবনের লক্ষ্য স্থির করা ও সেই লক্ষ্যপূর্তির দিকে কীভাবে এগোবে সে ব্যাপারে পথপ্রদর্শন করার ভিতর দিয়ে শিক্ষক এক সদর্থক ভূমিকা পালন করতে পারেন তাদের গঠনে এবং সৃষ্টিধর্মী কাজে যুক্ত করে দেওয়ায়। মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে অবহিত থেকে ছাত্রছাত্রীদের এ সম্পর্কে সচেতন করে তোলার মধ্য দিয়েও শিক্ষক তাঁর ভূমিকা পালন করতে পারেন।

(গ) **প্রতিবেশীর ভূমিকা ঃ** এ ক্ষেত্রে প্রতিবেশীদেরও এক নিশ্চিত ভূমিকা রয়েছে। অন্যদের এড়িয়ে না চলে

পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষার করে চললে এলাকার পরিবেশ উন্নত হবে, যা ছেলেমেয়েদের বেড়ে ওঠার পক্ষে সহায়ক। দ্বিতীয়ত, নিজেদের এলাকার কোনো ছেলেমেয়ের চালচলনে বিশেষ কিছু পরিবর্তন লক্ষ করলে তা সংশ্লিষ্ট পরিবারের কর্তাব্যক্তিদের নজরে আনার মধ্য দিয়েও ভূমিকা পালন করতে পারেন।

(ঘ) **নাগরিক হিসাবে কর্তব্য ঃ** মাদকদ্রব্যের চাষ বা ব্যাবসা যাতে এলাকায় না হয়, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা এবং এরকম কিছু নজরে নড়লে সংঘবদ্ধভাবে তার প্রতিবাদ করা এবং আইনরক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের তা জানানোর মধ্য দিয়ে ভূমিকা পালন করা যায়। সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়লে সে সম্পর্কে স্থানীয় যুবগোষ্ঠী বা পুলিশ প্রশাসনকে অবহিত করে, মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে সহায়তা করে যে-কোনো ব্যক্তি নাগরিক হিসাবে তাঁর ভূমিকা পালন করতে পারেন।

(ঙ) **স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ঃ** স্বেচ্ছাসেবী বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। শহরের বিভিন্ন এলাকায় বা গ্রামেগঞ্জে বহু যুব সংগঠন রয়েছে, বহু বেসরকারি সংগঠনের কাজকর্ম রয়েছে। তাদের কাজের ধরন হয়তো ভিন্ন, তবু মাদকদ্রব্য ব্যবহারের মতো একটি জটিল ও স্পর্শকাতর বিষয়েও তাদের পক্ষে সদর্থক ভূমিকা পালন করা সম্ভব। উপরিউক্ত দুই ধরনের সংগঠনই প্রয়োজনমত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই সমস্যা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ক্ষেত্রে যথার্থ ভূমিকা পালন করতে পারে। তারা সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করে এ বিষয়ে মানুষের চেতনার স্তর বৃদ্ধি করতে পারে, পরিবার-প্রতিবেশী-নাগরিকের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করতে পারে, অপশক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে, পুলিশ ও প্রশাসনের চোখ-কান হিসাবে কাজ করতে পারে, চিকিৎসায় ভূমিকা পালন করতে পারে এবং পুনর্বাসনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হতে পারে।

(চ) **পুলিশ ও প্রশাসন ঃ** এই সমস্যা মোকাবিলার জন্য পুলিশ ও প্রশাসনের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, তার সুষ্ঠু প্রয়োগের স্বার্থে পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু আইন প্রণয়ন এবং পরিকাঠামো গঠনই শেষ কথা নয়। বস্তুতপক্ষে তা প্রাথমিক ব্যবস্থা মাত্র। এই সব ব্যবস্থার সাফল্যের বীজ নিহিত রয়েছে আন্তরিকতা ও যোগ্যতার সঙ্গে তার রূপায়ণ। প্রয়োজন সততা, দূরদর্শিতা ও সংকল্প। এগুলির সাহায্যে পুলিশ ও প্রশাসন এমন এক শক্তি হয়ে উঠতে পারে যা মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত সমস্যার কার্যকরী সমাধানে ভূমিকা নিতে পারে।

সমাজকর্মীর ভূমিকা ঃ Social Action

Counselling for detoxification

12.13. পরিসমাপ্তি

মাদকদ্রব্য ব্যবহারের আদিম প্রবণতা, অর্থলোভী কিছু মানুষের বেপরোয়া উদ্যোগ, সমন্বিত ও সুদৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণের অভাব মাদকাসক্তির সমস্যাকে এক গুরুতর সমস্যা হিসাবে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এটি নির্দিষ্ট কোনো দেশের সমস্যা নয়, সারা বিশ্ব জুড়েই তার দাপট। পেরু, বলিভিয়া, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, দক্ষিণ-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার কয়েকটি দেশে মূলত মাদকদ্রব্য চাষ হয়। মাদকদ্রব্য ব্যবহারকারী দেশগুলির মধে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ভারত, ব্রিটেন, ফ্রান্স, তুরস্ক, পূর্বতন পশ্চিম জার্মানি, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপিন্স, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, সিঙ্গাপুর, হংকং, মালদ্বীপ, ফিজি, নেপাল ও বাংলাদেশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাই প্রতিটি দেশের মধ্যে যেমন এ বিষয়ে ব্যবস্থাগ্রহণ আবশ্যক তেমনি বিভিন্ন দেশ যাতে সম্মিলিতভাবে এ বিষয়ে ব্যবস্থাগ্রহণ করতে পারে সেজন্য আন্তরিক উদ্যোগ প্রয়োজন। সব দেশই আইন প্রণয়ন করে চলেছে। কড়া হাতে

মোকাবিলা করার উদ্যোগ নিচ্ছে। জাতিসংঘও এ ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্যোগী। ইউনেস্কোর মতো প্রতিষ্ঠানও এ ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করছে। পেশাগত সমাজকর্মীদেরও নিজ নিজ কর্মস্থলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে। তাদেরও যোগ্যতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে সেই ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন।

12.14. প্রশ্নাবলি

1. 'মাদক' শব্দের অর্থ কী? মাদকাশক্তির প্রভাবগুলি কী কী? এ সম্পর্কিত আইনগুলি ব্যাখ্যা করুন।
2. মাদকাসক্তির কারণ ও লক্ষণগুলি বর্ণনা করুন।
3. 'মাদকাশক্তি দূরীকরণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও মানুষের ভূমিকা রয়েছে'— বিশ্লেষণ করুন।

12.15. গ্রন্থপঞ্জি

1. The Encyclopaedia of Drug Abuse — Brian and Cohen, U. S. A., 1984
2. Reader's Digest, April 1986 — 'How cocaine kills' by Gina Maranto
3. মাদকদ্রব্য ও বর্তমান বিশ্ব - শাহীদা আখতার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।